রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সেবা ও আইন-শৃংখলার মানোন্নয়নসহ রোহিঙ্গা নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব সংক্রান্ত সংস্কার উদ্যোগ গ্রহণ

নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬

পাইলট উদ্যোগ:

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নৈতিক মূল্যবোধ ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও মাঝিদের দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ

Reform Initiative Ownership (RIO)

A Co-creation of 118th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre

Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত নতুন বাংলাদেশে সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। নাগরিকদের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিতকল্পে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের অফিস (RRRC), কক্সবাজার যুগধর্মী প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেছে।

সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ও মতবিনিময় করে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের অন্যতম Artifact হিসেবে নিজ দপ্তরের সংস্কার উদ্যোগকে এক জায়গায় কোডিফিকেশন করা হয়েছে (মডিউল ৬)। এছাড়াও পাইলটিং হিসেবে আগামী তিন মাসে বাস্তবায়নযোগ্য একটি উদ্যোগের কর্ম-পরিকল্পনা ডিজাইন করা হয়েছে (মডিউল ৭)।

এ কর্মপ্রয়াস ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের Knowledge - Skills - Attitude (KSA) থিমের অধীনে গৃহীত নানামুখী উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত একটি ফসল (output)। সময়াবদ্ধ সংস্কারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত

মো: আবদুল হান্নান
যুগ্মসচিব, শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের অফিস (RRRC), কক্সবাজার
প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১ :
সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ
- প্রেক্ষাপট
- বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র
- বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

পার্ট ২ :
সংস্কার উদ্যোগসমূহ
- প্র্যাক্টিস রিফর্ম
- প্রসেস রিফর্ম
- স্ট্রাকচারাল রিফর্ম
- পলিসি রিফর্ম

পার্ট ৩ :
একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা
- কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে
- উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

প্রেক্ষাপট

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের অফিস (RRRC) দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি প্রতিষ্ঠান। যা কক্সবাজারের মোটেল রোডে অবস্থিত। এর নামের মধ্যেই এর কার্যক্রমের বর্ণনা নিহিত রয়েছে। এ অফিসটি মূলতঃ শরণার্থীদের ত্রাণ প্রদান ,প্রত্যাবাসন নিয়ে কাজ করে থাকে। দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের অফিস (RRRC) রোহিঙ্গা ক্যাম্পের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও সকল স্টেকহোল্ডারদের কাজের মধ্যে সমন্বয় করে থাকে। UNHCR ,IOMসহ দেশী বিদেশী অনেক এনজিও ,আইএনজিও কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় প্রায় ১২ লক্ষ রোহিঙ্গা অবস্থানকারীদের মৌলিক চাহিদা পূরণ কল্পে বিভিন্ন সেক্টরের মাধ্যমে শেল্টার, খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা এনএফআই প্রদান করে থাকে। সরকারের বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরাও ক্যাম্পের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব পালন করলেও খুবই স্বল্প জায়গায় অত্যান্ত ঘন পরিবেশে বসবাস করায় ক্যাম্পে নৈতিক মূল্যবোধ ও শান্তি শৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে। প্রতিটি ক্যাম্পে রোহিঙ্গাদের নিজস্ব উদ্যোগে অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তাছাড়া বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গাদের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা, তথ্য আদান-প্রদানের জন্য তাদের মধ্যে থেকে প্রবীণ ,প্রভাবশালী , গ্রহণযোগ্য এবং শিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত রোহিঙ্গাদের নিয়ে লিডার/ মাঝি (ব্লক ও সাব ব্লক লিডার) মনোনীত করা হয়ে থাকে।

রোহিঙ্গা ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও মাঝিরা নৈতিক মূল্যবোধ ও শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে বিক্ষিপ্তভাবে ভূমিকা পালন করে আসছে। রোহিঙ্গারা হলো নির্যাতিত রাষ্ট্রহীন, নাগরিকত্বহীন ভাগ্যবিরম্বিত এক অসহায় জাতি। রোহিঙ্গারা মূলত রাখাইন রাজ্যের মুসলিম অধিবাসী। ১৯৮২ সালে তাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে তাদেরকে বিদেশী অনুপ্রবেশ কারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ পৃথিবীতে তাদের কোন ঠিকানা নাই। ঠিকানাবিহীন এক জাতি। রোহিঙ্গা শুধু মাত্র কোন জাতি গোষ্ঠি না বরং মানবতার এক গভীর সংকটের প্রতিচ্ছবি। দীর্ঘদিন শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থাকায় অশিক্ষিত ও অসামাজিক, আর্দশহীন, পশ্চাৎমূখী জাতি হিসেবে মানব সমাজে পরিগনিত। অশিক্ষা ও কুশিক্ষার কারণে তাদের কেউ কেউ মানব পাচার, Domestic Violence, মাদক ব্যবসা, হত্যা,অস্ত্র চালান, অপহরণ, নারী ও শিশু নির্যাতনসহ নানাহ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। তাই বর্তমান চলমান কার্যক্রমে সংস্কার আনয়ন পূর্বক রোহিঙ্গা জাতিকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

ক্যাম্পের বর্তমান চিত্র

কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় সাড়ে ৬ হাজার একর এলাকায় প্রায় ১২ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী গত ৮ বছর যাবত বসবাস করে আসছে। রোহিঙ্গাদের মাঝে পশ্চাৎপদ কিছু রীতি -নীতি আচার অনুষ্ঠান যেমন বাল্য বিবাহ,ধর্মীয় গোড়ামি,অশিক্ষা,মাদক ব্যবসা, মানব পাচার, জন্মের হার বৃদ্ধি নিরাপত্তার অভাব ,কারিগরি শিক্ষার স্বল্পতা ,বেকারত্ব ও এনজিওদের কাজের মধ্যে সমন্বহীনতাসহ নানা সমস্য বিদ্যমান। এসব কারণে রোহিঙ্গা সমাজে আইন শৃংখলার অভাব রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন বাহিনীর সদস্য প্রায় ১৬০০ এপিবিএন কয়েক শত বিজিবি, আনসার, এনএসআই, ডিজিএফআই সাথে রোহিঙ্গাদের মধ্যে মাঝি ও ইমামরাও ক্যাম্পের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব পালন করলেও দিন দিন ক্যাম্পের আইন শৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে। যেমন গত ৩ বছরে ৬৪ টি হত্যাকান্ড ঘটে। ২০২৪-২০২৫ সালে ১০ মিলিয়নের বেশি ইয়াবা জব্দ করা হয়। তাছাড়া মানব পাচার Domestic Violence ও মাদক মামলা ২০২১ টি, হত্যা মামলা ২২০ টি, অস্ত্র মামলা ৩৭৬ টি, অপহরণ মামলা ১০৪ টি, হামলা মামলা ১২৯ টি, মানব পাচার ২৬ টি, নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা ২১ টিসংঘটিত হয়েছে।

১. প্র্যাক্টিস রিফর্ম (Practice Reform)

১.১ ক্যাম্পে সোলার প্যানেল স্থাপন করে রোহিঙ্গাদের শেল্টারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা

প্রেক্ষাপট:

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ১০/১৫ ফিট ঘরের মধ্যে পরিবার ভেদে ৫-১২ জন পর্যন্ত অবস্থান করে। তাদের শেল্টারগুলোর উপরে তারফলিং এবং পাশে বাশেঁর বেড়া থাকে। শেল্টারের ছাদ তারফলিং দিয়ে তৈরী করায় ঘরের ভিতর প্রচন্ড গরম থাকে। ফলে চর্মরোগসহ নানা জটিল রোগে তারা প্রায়:ই আক্রান্ত হয়। তাছাড়া রাতের বেলায় আলো না থাকায় ক্যাম্পের নিরাপত্তা ও বিঘ্নিত হচ্ছে। বর্তমানে রোহিঙ্গাদের নিজেদের উদ্যেগে ও বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে যে পরিমাণ সৌর বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা আছে , তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এমতাবস্থায় জীবনমান ও নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আরো সোলার প্যানেল স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে।

উদ্দেশ্য:

ক্যাম্পে অবস্থানকারী রোহিঙ্গাদেরদেরকে গরমের তিব্রতা, চর্মরোগসহ নানা জটিল রোগ থেকে রক্ষা করা এবং রাতের বেলায় আলো ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

ফলাফল:

ক্যাম্পে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হলে রোহিঙ্গাদের গরমের তিব্রতা, চর্মরোগসহ নানা জটিল রোগ কমে আসবে এবং রাতের বেলায় আলো ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা হবে।

সহযোগিতায়:

ক্যাম্পে কর্মরত সরকারের অন্যান্য সংস্থাসমুহ, ইউএনএইচসিআর, আইওএম অন্যান্য স্টেকহোল্ডার, এনজিও, আইএনজিও ।

ইন্ডিকের:

পাইলটিং ভিত্তিতে ক্যাম্পে সোলার প্যানেল স্থাপন করে রোহিঙ্গাদের শেল্টারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা।

মূল দায়িত্ব: আরআরআরসি অফিস, কক্সবাজার। (এনজিও শাখা)

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর, ২০২৬

১.২ নতুন ভাবে আগত রোহিঙ্গাদের রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে আরো বেশী করে সতর্কতা অবলম্বন করা

প্রেক্ষাপট:

নিরাপত্তা হীনতা ও খাদ্যসজ নানাবিধ কারণে রোহিঙ্গারা মায়ানমার থেকে গোপনে প্রায়ঃশই বাংলাদেশে এসে ক্যাম্পে ঢুকে পড়ে। পরবর্তীতে সরকার ও ইউএনএইচসিআর এর সম্মতিক্রমে তাদেরকে যৌথ রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা হয়। তাদের রেজিস্ট্রেশনের করানের সময় এদেশের অসহায় ও দরিদ্র লোকজন ত্রাণ পাওয়ার আশায় বিভিন্ন কৌশলে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় চলে আসে। এ বিষয়টি রোধকল্পে রেজিস্ট্রেশনের করানের সময় আরো বেশী যাচাই ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

উদ্দেশ্য:

স্থানীয় জনগণকে যৌথ রেজিস্ট্রেশনের অন্তরভুক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখা।

ফলাফল:

স্থানীয় জনগণকে যৌথ রেজিস্ট্রেশনের গ্রহণ থেকে বিরত রাখা যাবে এবং এর ফলে তাদের ও তাদের ছেলে-মেয়েরা ন্যাশনাল আইডি, পাসপোর্টসহ অন্যান্য যে কোন সিভিল ডকুমেন্ট করতে ঝামেলায় পড়তে হবে না

সহযোগিতায়:

ক্যাম্পে কর্মরত সরকারের অন্যান্য সংস্থাসমুহ, ইউএনএইচসিআর, আইওএম,স্থানীয় জনপ্রতিনিধি অন্যান্য স্টেকহোল্ডার।

ইন্ডিকের:

নতুন ভাবে আগত রোহিঙ্গাদের রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে আরো বেশী করে সতর্কতা অবলম্বন করা।

মূল দায়িত্ব: আরআরআরসি অফিস। (প্রশাসন শাখা)

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর, ২০২৫

১.৩ ক্যাম্পে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে চাহিদাপত্র (Need Assessment) প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এনজিও ও আইএনজিওরা প্রথমে তহবিল সংগ্রহ করে। তহবিল সংগ্রহের পর চাহিদাপত্র প্রস্তুত করে ও অনুমোদন নেয়। এর ফলে চাহিদা অনুযায়ী (Need Assessment) প্রকল্প না হওয়ায় সেবা গ্রহণকারীর চাহিদা পূরণ হয় না। অন্য দিকে অর্থেরও অপচয় হয়ে থাকে।

উদ্দেশ্য:

প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ করা।

ফলাফল:

ক্যাম্পে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে চাহিদাপত্র (Need Assessment) তৈরী করা হলে সেবা গ্রহণকারীর চাহিদা পূরণ হবে ও অর্থেরও অপচয় ও কম হবে।

সহযোগিতায়:

ক্যাম্পে কর্মরত সরকারের অন্যান্য সংস্থাসমুহ, ইউএনএইচসিআর, আইওএম,স্টেকহোল্ডার, এনজিও, আইএনজিও।

ইন্ডিকের:

এনজিওদের কাজে Over Lapping পরিহারের সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়নের ব্যবস্থা করা।

মূল দায়িত্ব: আরআরআরসি অফিস, কক্সবাজার।(এনজিও শাখা)

বাস্তবায়ন সময়কাল: এপ্রিল, ২০২৬

১.৪ রোহিঙ্গা ক্যাম্পের রোগীদের রেফারেলের ক্ষেত্রে সহজীকরণ

প্রেক্ষাপট:

রোহিঙ্গা রোগীদের সাধারণত ক্যাম্পের হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। রোগ জটিল হলে বা ক্যাম্প হাসপাতালে চিকিৎসা সম্ভব না হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য কক্সবাজার বা চট্টগ্রাম ক্ষেত্রমত ঢাকা,অতীব প্রয়োজন হলে দেশের বাহিরে রেফার করা হয়। এ রেফারের ক্ষেত্রে অনেক ধাপ অতিক্রম করতে হয়। এসব ধাপ অতিক্রম করতে অনেক সময় পথিমধ্যে রোগী মারা যায় ।এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সহজ ও সুনিদিষ্ট পদ্ধতি চালু করতে হবে।

উদ্দেশ্য:

রোহিঙ্গা রোগীদের অনেক পদ্ধতি ও ধাপ অতিক্রম করে চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রচলিত প্রথা বন্ধ করা।

ফলাফল:

রোগীর হয়রানি কমবে এং চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি হবে।

সহযোগিতায়:

ইউএনএইচসিআর, আইওএম,স্টেকহোল্ডার, এনজিও, আইএনজিও।

ইন্ডিকের:

রোহিঙ্গা ক্যাম্পের রোগীদের রেফারেলের ক্ষেত্রে সহজীকরণ।

মূল দায়িত্ব: আরআরআরসি অফিস, (এনজিও শাখা)

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর, ২০২৫

২. প্রসেস রিফর্ম (Process Reform)

২.১ স্থানীয় জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান

প্রেক্ষাপট:

কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ এলাকায় রোহিঙ্গাদের অবস্থানের জন্য জায়গা দেয়া হয়। এর ফলে এসব এলাকায় স্থানীয় জনগণের নানাভাবে ক্ষতি হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের আগমনে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রম বাজারে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। শান্তি শৃংখলার অবনতি ঘটে, পরিবেশ মারাত্মক হুমকির মধ্যে পড়েছে। স্থানীয়দের জীবনের ঝুকি বাড়ছে। এ অবস্থায় রোহিঙ্গাদের সেবাদান কর্মসূচীর সাথে স্থানীয় লোকদের অর্ন্তভূক্তি করতে হবে। স্থানীয়দের চাকুরীতে পদায়নসহ শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে এবং জীবনের নিরাপত্তা বিধান কল্পে প্রয়েজনীয় উদ্যোগ করতে হবে।

উদ্দেশ্য:

রোহিঙ্গাদের আগমনে স্থানীয় জনগণের নানাভাবে জান-মাল, ব্যবসা বানিজ্য পরিবেশের যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

ফলাফল:

স্থানীয়দের চাকুরীতে পদায়নসহ শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে এবং জীবন মান উন্নয়নে ও পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক হবে।

সহযোগিতায়:

ক্যাম্পে কর্মরত সরকারের অন্যান্য সংস্থাসমুহ, ইউএনএইচসিআর, আইওএম, অন্যান্য স্টেকহোল্ডার, এনজিও, আইএনজিও।

ইন্ডিকের:

স্থানীয়দের চাকুরীতে পদায়নসহ শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে এবং জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা।

মূল দায়িত্ব: আরআরআরসি অফিস, (প্রশাসন শাখা)

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুলাই, ২০২৬

২.২ রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বিশেষ করে রাতের বেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা

প্রেক্ষাপট:

রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো বিচ্ছিন্ন এলাকায় পাহাড়ী পরিবেশে অবস্থিত। বিদ্যুতের সুব্যবস্থা না থাকায় রাতের বেলায় প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। তাছাড়া পাশের পাহাড়ে সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে। রাতের অন্ধকারে সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো ক্যাম্প এলাকায় ঢুকে চুরি, ডাকাতি, খুনখারাপিসহ অপহরণের মত অপরাধমূলক কর্মকান্ড করে নিরাপদে পাহাড়ে তাদের আস্তানায় চলে যায়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্য রাতের বেলায় পেট্রোলিং ব্যবস্থা চালুসহ সৌর বিদ্যুতায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

উদ্দেশ্য:

রাতের বেলায় পেট্রোলিং ব্যবস্থা চালুসহ সৌর বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের জানমালের নিরাপত্তা প্রদান করা।

ফলাফল:

ক্যাম্পে চুরি, ডাকাতি, খুনখারাপিসহ অপহরণের মত অপরাধমূলক কর্মকান্ড কমে যাবে।

সহযোগিতায়:

ক্যাম্পে কর্মরত সরকারের অন্যান্য সংস্থাসমুহ, ইউএনএইচসিআর, আইওএম অন্যান্য-স্টেকহোল্ডার, এনজিও, আইএনজিও।

ইন্ডিকের:

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বিশেষ করে রাতের বেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা।

মূল দায়িত্ব: আরআরআরসি অফিস) (প্রশাসন শাখা)

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুলাই, ২০২৬

২.৩ রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পের বাহিরে যাওয়া বন্ধের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ

প্রেক্ষাপট:

চিকিৎসা বা মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে ছাড়া অন্য কোস কারণে রোহিঙ্গারা ক্যাম্পের বাহিরে যাওয়ার নিয়ম নাই। রোহিঙ্গাদের বাহিরে যাওয়া রোধ করার জন্য ক্যাম্পগুলোকে কাটা তারের বেড়ার আওতায় আনা হয়েছে। তার পরেও তারা বিভিন্ন কৌশেলে আয়-রোজগার ও কাজের খোজে ,কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধম মূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ক্যাম্পের বাহিরে যাচ্ছে।

উদ্দেশ্য:

ক্যাম্পের আইন-শৃংখলা বজায় রাখতে ও স্থানীয় লোকদের নিরাপত্তার স্বার্থে রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পের বাহিরে যাওয়া বন্ধের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

ফলাফল:

অপরাধম মূলক কর্মকাণ্ড কমে যাবে ও ক্যাম্পের আইন শৃংখলার উন্নয়ন হবে।

সহযোগিতায়:

ক্যাম্পে কর্মরত সরকারের অন্যান্য সংস্থাসমুহ, ইউএনএইচসিআর, আইওএম অন্যান্য-স্টেকহোল্ডার, এনজিও, আইএনজিও।

ইন্ডিকের:

রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পের বাহিরে যাওয়া বন্ধের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ।

মূল দায়িত্ব: আরআরআরসি অফিস, (এনজিও শাখা)

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুলাই, ২০২৬

২.৪ ক্যাম্পে সেবার মান উন্নয়নের জন্য রোহিঙ্গা জনসংখ্যার অনুপাতে ক্যাম্প ইন-চার্জ অফিসসহ এনজিওদের অফিসে জনবল পদায়ন

প্রেক্ষাপট:

রোহিঙ্গাদের জনসংখ্যার অনুপাত বিবেচনায় না এনে ছোট বড় সকল ক্যাম্পে এক ধরনের জনবল পদায়ন করে থাকে। যে সকল ক্যাম্পের আয়তন ও জনসংখ্যা কম, এসব ক্যাম্পে জননিরাপত্তাসহ সেবার মান নিশ্চিত করতে এবং সেবার মান তদারকি ও সমন্বয় সংক্রান্ত কাজগুলো সুচারুরুপে সম্পাদন করা যাচ্ছে। অন্য দিকে আয়তন ও জনসংখ্যার দিকে বড় ক্যাম্পগুলোর নিরাপত্তাসহ সেবার মান তদারকি ও সমন্বয় সঠিকভাবে করা যাচ্ছে না। ফলে নিরাপত্তাজনিত ও সেবাধর্মীয় কাজের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা হচ্ছে। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে জনবল পদায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

উদ্দেশ্য:

ক্যাম্পে জননিরাপত্তাসহ সেবার মান নিশ্চিত করতে এবং তদারকি ও সমন্বয় সংক্রান্ত কাজগুলো সুচারুরুপে সম্পাদন করতে ক্যাম্পের আয়তন ও রোহিঙ্গাদের জনসংখ্যার অনুপাত বিবেচনা করতে হবে।

ফলাফল:

জনবলের যথাযথ ব্যবহার হবে এবং সেবার মান উন্নয়ন হবে।

সহযোগিতায়:

ইউএনএইচসিআর, আইওএম, এনজিও, আইএনজিও।

ইন্ডিকের:

ক্যাম্পে সেবার মান উন্নয়নের জন্য রোহিঙ্গা জনসংখ্যার অনুপাতে ক্যাম্প ইন-চার্জ অফিসসহ এনজিওদের অফিসে জনবল পদায়নের ব্যবস্থা করা।

মূল দায়িত্ব: আরআরআরসি অফিস, (প্রশাসন শাখা)

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুলাই, ২০২৬

৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম (Structural Reform)

৩.১ রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে প্রতিটি সেক্টরের সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একাধিক এনজিওর পরিবর্তে একটি মাত্র এনজিও কে দায়িত্ব প্রদান

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কয়েকটি সেক্টরের মাধ্যমে সেবাদান কার্যক্রম চালু আছে (যেমন সাইড ডেভেলপমেন্ট, শেল্টার, খাদ্য, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরিবেশ, নিরাপত্তা সংক্রান্ত)। এসব সেক্টরের প্রত্যেকটিতে একাধিক এনজিও কাজ করে থাকে। তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব থাকায় সেবার মানের ক্ষেত্রে তারতম্য হয়ে থাকে। অন্যদিকে উপকারভোগীরাও ক্ষেত্রভেদে বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। এ অবস্থা দুর করার জন্য প্রতিটি সেক্টরে একাধিক এনজিও'র পরিবর্তে একটিমাত্র এনজিওকে দায়িত্ব প্রদানের উদ্যোগ নিতে হবে। এতে জনবলও কম লাগবে এবং সেবার মান উন্নত হবে।

উদ্দেশ্য:

সেবা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা ও ডুপ্লিকেশান পরিহার করা।

ফলাফল:

সেবার মার উন্নয়ন হবে ওকম জনবলে ও কম খরচে অধিক সেবা প্রদান করা যাবে।

সহযোগিতায়:

এনজিও, আইএনজিও।

ইন্ডিকের:

রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে প্রতিটি সেক্টরের সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একাধিক এনজিওর পরিবর্তে একটি মাত্র এনজিও কে দায়িত্ব প্রদান।

মূল দায়িত্ব: আরআরআরসি অফিস, (প্রশাসন শাখা)

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুলাই, ২০২৬

৩.২ সরকারের অন্যান্য এজেন্সিগুলোসহ এনজিওরা ক্যাম্প ইন-চার্জের সাথে অনেক ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাব

প্রেক্ষাপট:

সরকারের অন্যান্য এজেন্সিগুলোসহ এনজিওরা ক্যাম্প ইন-চার্জের সাথে অনেক ক্ষেত্রে সমন্বয় বা যোগাযোগ না করে নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ সমন্বয়হীনতার ফলে ক্যাম্পের নিরাপত্তাসহ সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনায় নানা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সকল এজেন্সীর মধ্যে সমন্বয় ও সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

উদ্দেশ্য:

ক্যাম্পে সকল সংস্থার অংশ গ্রহণে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ফলাফল:

সেবা মান বৃদ্ধি পাবে এবং আইন শৃংখলার উন্নয়ন হবে।

সহযোগিতায়:

সরকারের অন্যান্য এজেন্সিগুলোসহ ইউএনএইচসিআর, আইওএম, এনজিও, আইএনজিও।

মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI):

সরকারের অন্যান্য এজেন্সিগুলোসহ এনজিওরা ক্যাম্প ইন-চার্জের সাথে অনেক ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন।

মূল দায়িত্ব: আরআরআরসি অফিস, (প্রশাসন শাখা)

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুলাই, ২০২৬

৪. পলিসি রিফর্ম (Policy Reform)

৪.১ রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নৈতিক মূল্যবোধ ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও মাঝিদের দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ

প্রেক্ষাপট:

প্রায় ১২ লক্ষ রোহিঙ্গাদের মাঝে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার পাশাপাশি মাঝি ও ইমামরা দায়িত্ব পালন করলেও তাদের কর্মকান্ডের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন নিয়মকানুন নেই। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন ও নির্দেশিকা না থাকায় মাঝি ও ইমামরা কার্যকর ভুমিকা পালন করতে পারছে না ফলে ক্যাম্পে নৈতিক মূল্যবোধ ও শান্তি শৃঙ্খলার চরম অবনতি হচ্ছে। সাথে সাথে তাদের অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজের জন্য তাদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। তাই তাদের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুন প্রণয়ন করা অত্যন্ত জরুরী।

উদ্দেশ্য:

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নৈতিক মূল্যবোধ ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও মাঝিদের দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশিকা প্রণয়নের মাধ্যমে জবাবদিহিতার আওতায় এনে ক্যাম্পে নৈতিক মূল্যবোধ ও শান্তি শৃঙ্খলার উন্নয়ন সাধন করা।

ফলাফল:

ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও মাঝিদের দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশিকা"প্রণয়ন করে তাদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হলে ক্যাম্পে নৈতিক মূল্যবোধ ও শান্তি শৃঙ্খলার উন্নতি হবে।

সহযোগিতায়:

ক্যাম্পে কর্মরত সরকারের অন্ সংস্থাসমুহ ইউএনএইচসিআর, আইওএম, অন্যান্য স্টেকহোল্ডার, এনজিও, আইএনজিও।

ইন্ডিকের:

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নৈতিক মূল্যবোধ ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও মাঝিদের দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশিকা প্রণয়নের প্রস্তাব।

মূল দায়িত্ব: আরআরআরসি অফিস, (প্রশাসন শাখা)

বাস্তবায়ন সময়কাল: এপ্রিল, ২০২৬

৪.২ কারিগরি/ আইজিএ শিক্ষার কার্যক্রম বৃদ্ধি করণের বিষয়ে নিয়মাবলী প্রনয়নের উদ্যোগ গহ্ণ

প্রেক্ষাপট:

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ১৮ থেকে ৪০ বয়স পর্যন্ত যুবক যুবতীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৩৫% এর মত। এ বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠি বেকার ও অলস পড়ে থেকে নানা অপকর্ম লিপ্ত হচ্ছে। ফলে ক্যাম্পসহ আশেপাশের আইন শৃংখলার অবনতি হচ্ছে । কারিগরি/ আইজিএ শিক্ষার কার্যক্রম বৃদ্ধি করণের বিষয়ে নিয়মাবলী প্রনয়ন করে এ বিশাল যুবক শ্রেণীকে কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়া হলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টির ফলে তারা নিজেদেরকে কাজে যুক্ত রাখতে পারবে ,অন্যদিকে আইন শৃংখলার অবনতি রোধ করা যাবে।

উদ্দেশ্য:

কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রোহিঙ্গা যুবক শ্রেণীকে কর্মক্ষম করে তোলে বেকারত্ব হ্রাস ও আইন শৃংখলার উন্নয়ন করা।

ফলাফল:

বেকার ও অলস পড়ে থাকা বিশাল জনগোষ্ঠিকে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা যাবে।

সহযোগিতায়:

ইউএনএইচসিআর, আইওএম অন্যান্য-স্টেকহোল্ডার, এনজিও, আইএনজিও।

ইন্ডিকের:

পাইলটিং ভিত্তিতে কারিগরি/ আইজিএ শিক্ষার কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

মূল দায়িত্ব: আরআরআরসি অফিস, কক্সবাজার।(এনজিও শাখা)

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর , ২০২৬

৪.৩ ক্যাম্পে জন্মের হার কমানোর বিষয়ে নিয়মাবলী প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ

প্রেক্ষাপট:

কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় ৬ হাজার একর জায়গায় প্রায় ১২ লক্ষ রোহিঙ্গা অবস্থান করছে। প্রতি ৩ বছরে প্রায় ১ লক্ষ শিশুর জন্ম হয়। জন্মের হার প্রায় ৩.৮। যা খুবই উদ্বেকজনক। তাই জরুরী ভিত্তিতে জন্মের হার কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে এ অঞ্চলে সামজিক ভারসাম্য বিনষ্ট হবে এবং জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটবে। সুতরাং ক্যাম্পে জন্মের হার কমানোর বিষয়ে বাস্তবসম্মত নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে।

উদ্দেশ্য:

পারিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে জন্মের হার কমানো ও এ অঞ্চলে সামজিক ভারসাম্য বজায় রাখা।

ফলাফল:

জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার কমবে।

সহযোগিতায়:

সিভিল সার্জন অফিস এবং ক্যাম্পে কর্মরত সরকারের অন্যান্য সংস্থাসমুহ , ইউএনএইচসিআর, আইওএম, অন্যান্য স্টেকহোল্ডার, এনজিও, আইএনজিও।

ইন্ডিকের:

ক্যাম্পে জন্মের হার কমানোর বিষয়ে নিয়মাবলী প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব।

মূল দায়িত্ব: আরআরআরসি অফিস, কক্সবাজার। (প্রশাসন শাখা)

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর , ২০২৬

৪.৪ নারী শিক্ষার বিষয়ে নিয়ম-কানুন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে মোট জনসংখ্যার ৫২% নারী। ধর্মীয় কারণে ও নারী শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার অভাবে নারীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। মায়েরা অশিক্ষিত হওয়ায় তাদের সন্তানরাও অশিক্ষিত থেকে যাচ্ছে। ফলে রোহিঙ্গারা দিনে দিনে সমাজের জন্য বোঝা হয়ে দাড়িয়েছে। নারীদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

উদ্দেশ্য:

নারী শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির করে নারীর শিক্ষার হার বাড়ানো।

ফলাফল:

নারীরা শিক্ষিত হলে তাদের কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের সন্তানদেরও শিক্ষা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

সহযোগিতায়:

ক্যাম্পে কর্মরত সরকারের অন্যান্য সংস্থাসমুহ , ইউএনএইচসিআর, আইওএম অন্যান্য স্টেকহোল্ডার, এনজিও, আইএনজিও।

ইন্ডিকের:

নারী শিক্ষার বিষয়ে নিয়ম-কানুন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব যৌক্তিক ও বাস্তবায়নযোগ্য।

মূল দায়িত্ব: আরআরআরসি অফিস, কক্সবাজার। (প্রশাসন শাখা)

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর , ২০২৬

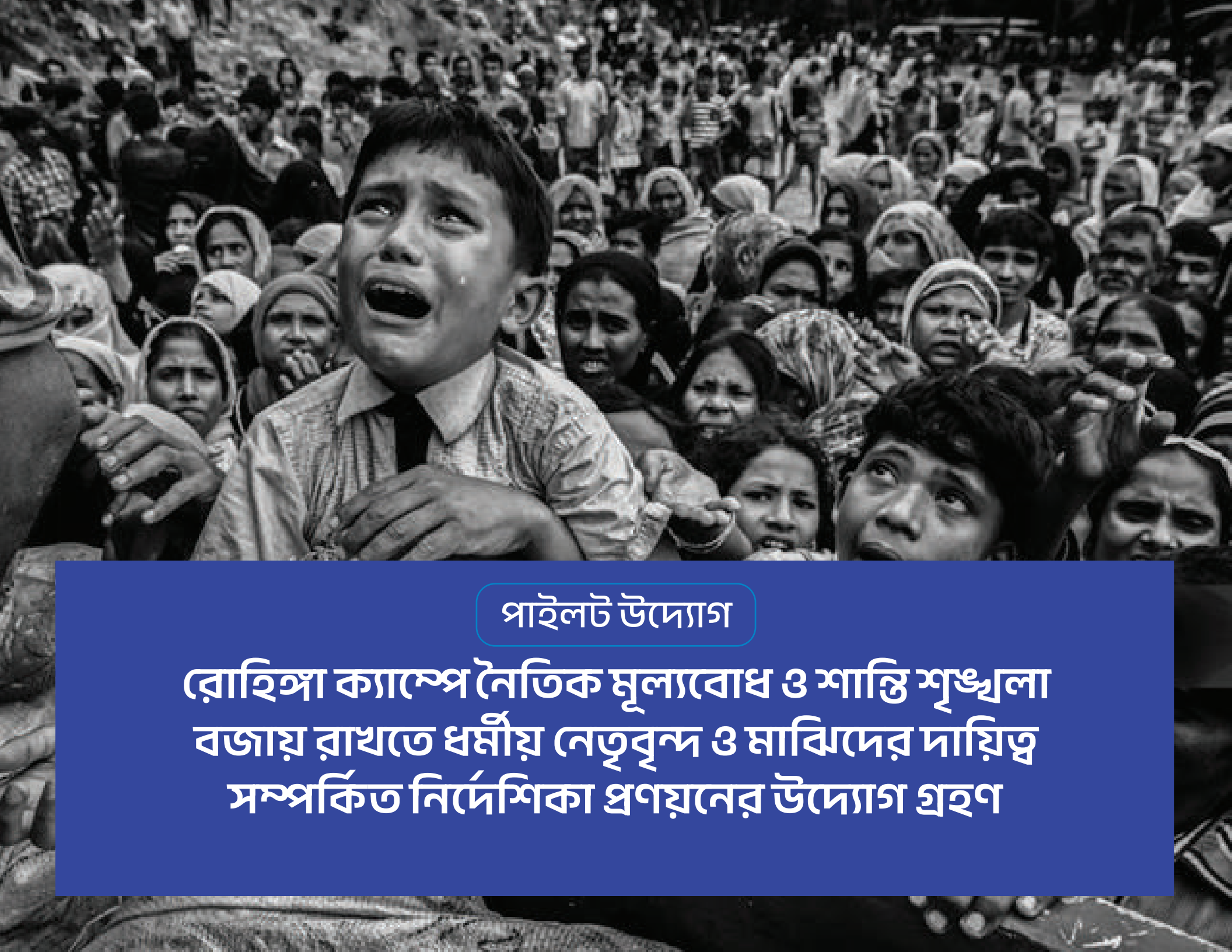

পাইলট উদ্যোগ

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নৈতিক মূল্যবোধ ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও মাঝিদের দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ

SWOT Analysis

Strength (সবল দিক)

১) ইমাম ও মাঝিরা রোহিঙ্গা গোষ্ঠীর মধ্যে গ্রহণ যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।
২) সাধারণ রোহিঙ্গাদের তুলনায় তারা শিক্ষিত ও ভালো মানুষ হিসাবে স্বীকৃত।
৩) তাদের সিদ্ধান্ত ও মতামতকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী গ্রহণ করে থাকে।
৪) বিভিন্ন অপরাধ মূলক কর্মকান্ড রোধে তাদের ভূমিকা থাকে।
৫) সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত তাদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায়।
৬) মাঝি ও ইমামরাদের ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সাংস্কৃতি এক হওয়ায় ক্যাম্পের কর্মকান্ড পরিচালনা তাদের পক্ষে সহজ হয়।

Opportunity (সম্ভাবনা)

১। আন্তর্জাতিক মহলে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি।
২। বিদেশি সহযোগিতার বৃদ্ধি।
৩। বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকছে।
৪। সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি।
৫। দেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মীরা নিরাপদবোধ করবে।
৬। দেশি ও বিদেশি পরিদর্শকরা আসতে আগ্রহী হবে।

Weakness (দূর্বল দিক)

১। মাঝি ও ইমামদের মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রবণতা।
২। স্বজন প্রীতির প্রবণতা।
৩। অসত্য ও ভুল তথ্য প্রচার।
৪। ধর্মীয় উগ্রতা বৃদ্ধি।
৫। অপরাধীদের আশ্রয় প্রদান।
৬। নারীর প্রতি বৈষম্য।
৭। বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপ সৃষ্টি ও লালন।

Threat (ঝুঁকি)

১) দেশীয় ও আন্তজাতিক সন্ত্রাসী গ্রুপের সাথে সংযোগ স্থাপন করার সম্ভাবনা।
২) আন্ত:গ্রুপ সৃষ্টি ,সন্ত্রাসী ও চরমপন্থী গোষ্ঠীর কারণে নিরাপত্তা ঝুঁকি বৃদ্ধি।
৩) মানব পাচার।
৪) ইয়াবা ব্যবসার প্রসার।
৫) শ্রম বাজার দখল।
৬) সাংস্কৃতিক পার্থক্য থেকে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি।
৭) পরিবেশগত বিপর্যয় যেমন বন উজার, জীব বৈচিত্র ধ্বংস।

(১) গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা (Problem Identification)

সমস্যার কারণ

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নৈতিক মূল্যবোধ ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও মাঝিদের দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ না করার কারণ

১) ইত:পূর্বে এ বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি।

২) মাঝি ব্যবস্থা থাকার বিষয়টি বিবেচনায় হয়নি।

৩) মাঝি প্রথাটির গুরত্ব পূর্বে এত জরুরী ছিল না।

৪) প্রথমদিকে মাঝিরা অপরাধমূলক কাজে জড়িত হত না।

ফলাফল:

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নৈতিক মূল্যবোধ ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও মাঝিদের দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ না করার কারণর ফলাফল,

১। মাঝি ও ইমামদের মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রবণতা।

২। স্বজন প্রীতির প্রবণতা।

৩। অসত্য ও ভুল তথ্য প্রচার।

৪। ধর্মীয় উগ্রতা বৃদ্ধি।

৫। অপরাধীদের আশ্রয় প্রদান।

৬। নারীর প্রতি বৈষম্য।

(২) সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা (Without & Result)

সমাধানের উপায়:

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নৈতিক মূল্যবোধ ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও মাঝিদের দায়িত্ব সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ও বাস্তবদমী এবং সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন।

ফলাফল:

ক) ক্যাম্পে নৈতিক মূল্যবোধ ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়ক হবে।
খ) বিভিন্ন অপরাধ মূলক কর্মকান্ড রোধে তাদের ভূমিকা থাকবে।
গ) সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত তাদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায়।
ঘ) মাঝি ও ইমামদের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করা যাবে।
ঙ) ধর্মীয় উগ্রতা বন্ধে সহায়ক হবে।
চ) নারীর প্রতি বৈষম্য কমানো যাবে।।
ছ) বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপ সৃষ্টি ও লালন বন্ধ হবে।।
জ) দেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মীরা নিরাপদ বোধ করবে।

(৩) সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান

) :

“রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নৈতিক মূল্যবোধ ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও মাঝিদের দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ”।

) ?

শরণার্থী ত্রাণ প্রত্যাবাসান কমিশনারের কাযালর্,কক্সবাজার।(RRRC)

) ? ?

ক্যাম্প নং ২৬ (শালবাগান রোহিঙ্গা ক্যাম্প) টেকনাফ, কক্সবাজার ।প্রায় ৫২ হাজার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি, জনসংখ্যা অনুপাতে এ ক্যাম্পটি মধ্যম মানের ক্যাম্প জনসংখ্যা অনুপাতে এ ক্যাম্পটি মধ্যম মানের ক্যাম্প। এ ক্যাম্পটি পাহাড়ের পাদদেশে ও এ ক্যাম্পের অধিকাংশ জায়গা স্থানীয় হোষ্ট কমিউটির বসতবাড়ির আঙ্গিনায় অবস্থিত। স্থানীয় হোষ্ট কমিনিটি ও রোহিঙ্গা জনগোষ্টি একসাথে অবস্থান করায় যে কোন সময় আইন-শৃংখলার অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।তাছাড়া ক্যাম্পটি মায়ানমারের নিকটবর্তী হওয়ায় মাদক ব্যবসা,মানব পাচার,অপহরণের মত অপরাধমূলক কমকাণ্ড হয়ে থাকে।

) ?

প্রায় ৫২ হাজার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিসেহ স্থানীয় প্রায় ৫ হাজার লোক উপকৃত হবে । এ পাইলটিংয়ের ফলে প্রায় ৫২ হাজার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিসেহ স্থানীয় প্রায় ৫ হাজার লোকের জানমালেরক্ষতির আশংখা কমবে।এ এলাকার শান্তি-শৃংখলার উন্নয়ন হবে। যা টাকা দিয়ে পরিমাপ করা যাবে না।

(৪) পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা-কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে ? (Stakeholder Analysis & their Management)

দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের অফিস (RRRC) রোহিঙ্গা ক্যাম্পের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও সকল স্টেকহোল্ডারদের কাজের মধ্যে সমন্বয় করে থাকে। UNHCR ,IOMসহ দেশী বিদেশী অনেক এনজিও ,আইএনজিও কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় প্রায় ১২ লক্ষ রোহিঙ্গা অবস্থানকারীদের মৌলিক চাহিদা পূরণ কল্পে বিভিন্ন সেক্টরের মাধ্যমে শেল্টার, খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা এনএফআই প্রদান করে থাকে। তাছাড়া নিরাপত্তাজনিত বিভিন্ন রকম সচেতনামূলক কর্মকাণ্ড করে থাকে। সরকারের বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে প্রায় ১৬০০ এপিবিএন কয়েক শত বিজিবি, আনসার, এনএসআই, ডিজিএফআই ক্যাম্পের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব পালন করলেও খুবই স্বল্প জায়গায় অত্যান্ত ঘন পরিবেশে বসবাস করায় ক্যাম্পে নৈতিক মূল্যবোধ ও শান্তি শৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে।

দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের অফিস (RRRC) রোহিঙ্গা ক্যাম্পের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও সকল স্টেকহোল্ডারদের কাজের মধ্যে সমন্বয় করে থাকে। তাই এ পাইলটিং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল দায়িত্বে থাকবে আরআরআরসি অফিস।এ পাইলটিং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরআরআরসি অফিসের সাথে থাকবে।

১) নিরাপত্তার সাথে জড়িত সরকারের বিভিন্ন সংস্থা যেমন এপিবিএন এনএসআই, ডিজিএফআই
২) ইউএনএইচসিআর, আইওএম, এনজিও, আইএনজিও
৩) স্টেকহোল্ডার রোহিঙ্গাদের থেকে মাঝি,ইমাম,শিক্ষক
৪) স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরকে উক্ত কাজে সংযুক্ত করা হবে

(৫) পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরণের রিসোর্স কীভাবে কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে ? (Resource Mobilization)

ক) ক্যাম্পে কর্মরত আইএনজিও এবং দেশীয় এনজিওদেরকে আলোচ্য নির্দেশিকা প্রচারে ও প্রতিপালনের বিষয়ে ইমাম ও মাঝিদের কে উদ্বুদ্ধ কেরার কাজে লাগানো হবে।
খ) আরআরআরসি অফিস ও সিআইসি অফিসের স্টাফদেরকে এ নির্দেশিকা বাস্তবায়নের কাজে লাগানো হবে।
গ)ক্যাম্পের প্রবীণ ও শিক্ষিত ব্যাক্তি ও শিক্ষকদেরকে এ নির্দেশিকা সুফল সাধারণ রোহিঙ্গাদের মাঝে প্রচারের কাজে লাগানো হবে।
ঘ) স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরকে উক্ত কাজে সংযুক্ত করা হবে।
ঙ) আইন শৃংখলা বাহিনীকে আলোচ্য নির্দেশিকা প্রচারে ও প্রতিপালনের বিষয়ে ইমাম ও মাঝিদের কে উদ্বুদ্ধ করার কাজে লাগানো হবে।

(৬) পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এর বন্ধ হওয়া রোধ করা, অভীষ্ট গ্রুপের নিকট এটিকে জনপ্রিয় করা, মনিটরিং কার্যক্রম এবং এর রেপ্লিকেট/রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ বিষয়ে কী-কী কৌশল গ্রহণ করা হবে? (Sustainability Strategies)

ক) রোহিঙ্গাদের মাঝে নির্দেশিকার ভালো দিকগুলো আলোচনা করা হবে।

খ) ক্যাম্পে অনুষ্ঠেয় সব মিটিং ও সভার আলোচ্য সূচিতে প্রণীত নির্দেশিকার উপর আলোচনা সংক্রান্ত একটি এজেন্ডা রাখা হবে।

গ) প্রণীত নির্দেশিকা যথাযথভাবে প্রতিপালনের বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং করা হবে।

গ) যারা এ নির্দেশিকা যথাযথভাবে প্রতিপালন করবে, বা প্রতিপালনে সহায়তা করবে তাদেরকে পুরুষ্কৃত করা হবে।

ঘ) যারা এ নির্দেশিকা যথাযথভাবে প্রতিপালন করবে না, তাদেরকে তিরুষ্কৃত করা হবে।

ঙ) যারা এ নির্দেশিকা যথাযথভাবে প্রতিপালনে বাধা দিবে বা অসহযোগিতা করবে, তাদেরকে আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

চ) ক্যাম্পে কর্মরত আইএনজিও এবং দেশীয় এনজিওদেরকে আলোচ্য নির্দেশিকা প্রচারে ও প্রতিপালনের বিষয়ে ইমাম ও মাঝিদের কে উদ্বুদ্ধ কেরার কাজে লাগানো হবে।

ছ) আইন শৃংখলা বাহিনীকে আলোচ্য নির্দেশিকা প্রচারে ও প্রতিপালনের বিষয়ে ইমাম ও মাঝিদের কে উদ্বুদ্ধ করার কাজে লাগানো হবে।

118th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

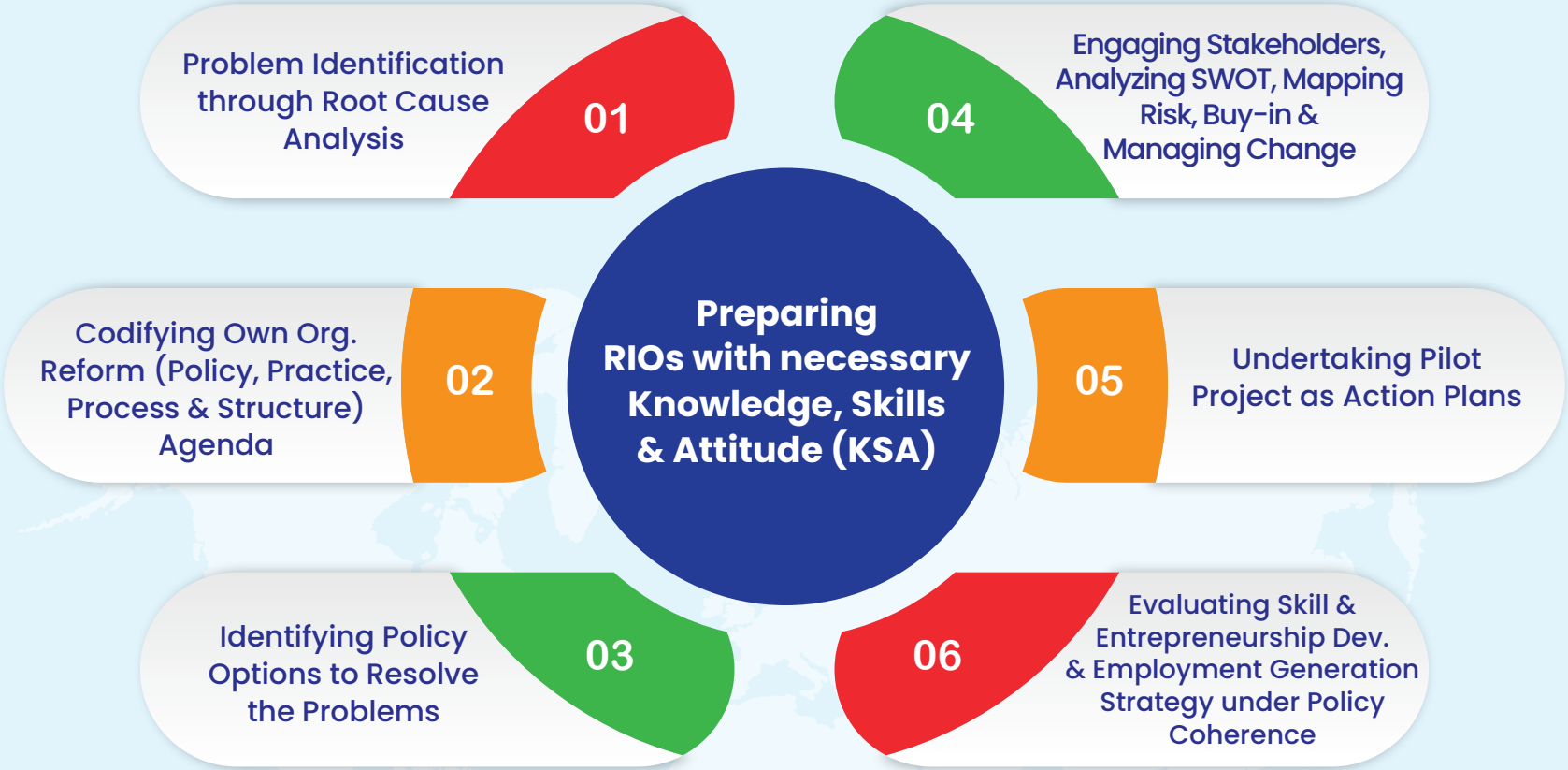

"A civil servant's signature is not power—it is responsibility"

BPATC

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের অফিস (RRRC), কক্সবাজার